১৭টি গ্রাম থেকে বিটি বেগুনের মাঠ প্রতিবেদন

দেলোয়ার জাহান

জিএম ফসলের বিশ্বজুড়ে বিতর্ক ও বিভিন্ন পরিবেশবাদী কৃষি সংগঠনের আপত্তির তোয়াক্কা না করে ২০ জন কৃষককে ২১ জানুয়ারি গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) নিয়ে আসা হয়। রাতে সেখানেই তাদের রাখা হয়। পরের দিন সকালে গাড়িতে করে তাদের ঢাকার ফার্মগেট কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে হাজির করা হয়। সকাল ১০টায় জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদিত বিটি বেগুনের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বিটি বেগুনের উপকারিতা তুলে ধরে ২০ জন কৃষকের হাতে জিএমও বিটি বেগুনের চারা তুলে দেন। প্রত্যেক কৃষককে ২ হাজার টাকা ও যাতায়াতের খরচ দিয়ে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পরে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ট্রাকে করে এই ২০ জন কৃষকের গ্রামের বাড়িতে বিটি বেগুনের চারা পৌঁছে। সাথে এক বিঘা জমি প্রস্তুতের জন্য ৪ হাজার টাকা। চারা লাগানো শেষ হলে পরিচর্যার জন্য প্রতিজনকে আরো ৪ হাজার টাকা দেয়া হয়।

এপ্রিলে বিটি বেগুনের গ্রামে যাত্রা

সাইটালিয়া, গাজীপুর, ১ এপ্রিল ২০১৪

গাজীপুরের শ্রীপুরের তেলিহাটি ইউনিয়নের সাইটালিয়া গ্রামে আমরা পৌঁছলাম এপ্রিলের প্রথম দিন সকালে। গ্রামের একই পাড়ায় কৃষক মজিবুর রহমান ও হাইদুল ইসলাম বিটি বেগুনের চাষ করেছেন। হাইদুল ভাইয়ের বিটি বেগুন খেতে মড়ক লেগেছে জানিয়ে দিলেন মজিবুর রহমানের ছোট ভাই হাবিবুর রহমান। হাইদুল ভাইয়ের খেতে গিয়ে তার প্রমাণ পেলাম। অর্ধেক বেগুনগাছ মারা গেছে, বাকিগুলোতে মড়ক শুরু হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ পোকা আক্রমণ করেছে গাছের পাতায়। কৃষক মজিবুর ভাই জানালেন, সেগুলো মাকড়। এই মাকড় ঠেকাতে কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে কীটনাশকও দেয়া হয়েছে। এর আগে মড়ক ঠেকাতে ছত্রাকনাশক দেয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হাইদুলের খেতের বেগুনগাছ মারা যাচ্ছে। মজিবুর ও হাইদুল ভাই জানালেন, বিটি বেগুন সম্পর্কে শুধু জানেন, সরকার এক ধরনের বেগুন বানিয়েছে যা পোকায় ধরবে না। পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও বীজের মালিকানার বিষয়গুলো তাঁরা জানেন না। শুধু হাইদুল-মজিবুর না, পরে আরো ১৮ জন কৃষক আমাদের জানিয়েছিলেন একই কথা। সেই সময় মজিবুর ভাইয়ের বিটি বেগুনগাছ সতেজ ও ফুল আসা শুরু করেছে। মে মাসের ৫ ও ১২ তারিখে আমরা আবার হাজির হলাম মজিবুর ভাইয়ের বাড়িতে। যে বিটি বেগুন খেতে ফুল দেখে গিয়েছিলাম, সেগুলো সব মারা যাচ্ছে। অর্ধেকের বেশি গাছ প্রথমে পাতা নুয়ে পড়ে পরে ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে।

হাইদুল ভাইয়ের অবস্থা আরো খারাপ। একটি-দুটি ছাড়া তাঁর বাকি সব গাছ মারা গেছে। বাড়ির সামনে মাত্র এক টুকরো জমি। সেটিতে সারা বছর বেগুনসহ অন্য সবজি উৎপাদনের আয়ে পরিবার চলে। পুরো খেত মারা যায় বিটি বেগুন চাষের জন্য, পুরো এক মৌসুমে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকার শাক ও বেগুন বিক্রির আয় থেকে তাঁরা বঞ্চিত।

১ এপ্রিল ঢাকা ফিরে 'পোকায় সাবাড় করছে বিটি বেগুন ক্ষেত'–এই শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রথমে বারি থেকে প্রতিবাদ পাঠানো হলো পত্রিকা অফিসে। এরপর কর্নেল ইউনিভার্সিটি ও মনসান্টোর বিজ্ঞানীদের মজিবুর ভাইয়ের খেতে নিয়ে এসে দেখিয়ে বলা হয়, বিটি বেগুনগাছ ভালো ঠিক আছে। কিছু জিএমও বিরোধী আন্দোলনকর্মী কালো মুখোশ পরে গ্রামে ঢুকে কৃষকদের ভয় দেখিয়ে এসব প্রতিবেদন ছাপিয়েছে বলে ব্লগে ও তাদের সাইটে প্রোপাগান্ডা শুরু করে দিল। পরে যখন মজিবুরের খেতের গাছও মরা শুরু হলো, তখন তারা বলল, অতিরিক্ত সেচের কারণে মারা যাচ্ছে। মজিবুর ও হাইদুল ভাইয়ের প্রতিবাদ করা সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। সংবাদে দেখানো হলো, বিটি বেগুন মারা গেলে একই খেতে চারপাশ দিয়ে পোকার আক্রমণ বোঝাতে দেশি বেগুনের চারা লাগানো হয়েছিল, সেগুলো একটাও মারা যায়নি। এবার বারি থেকে বলা হলো, ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের কারণে গাছগুলো মারা গেছে।

বারি আমাদের সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছিল যে, বারি মাঠ গবেষণায় বিটি বেগুন ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ না করলেও অন্য পোকার আক্রমণ অনেক বেশি। এবং ঢলে পড়া রোগের আক্রমণের হার বেশি। অন্য পোকা ও রোগের ক্ষেত্র অনেক বেশি সংবেদনশীল। যদিও বারি বিটি বেগুনের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীরা এসব তথ্য প্রকাশ করেননি।

নিকচণ্ডি, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২১ এপ্রিল ২০১৪

এপ্রিলের ২১ তারিখে আমরা হাজির হলাম এলাকার প্রবীণ ও বিখ্যাত কৃষক নরেন্দ্র চন্দ্র মহন্তের কাছারিঘরে। চার দশক ধরে বেগুন চাষের নিবিড় অভিজ্ঞতা নিয়ে বিনয়ী নরেন্দ্র চন্দ্র মহন্ত দাদা বিটি বেগুন নিয়ে তাঁর ভীষণ মন খারাপ ও মনোবেদনার কথা জানালেন, 'বিটি বেগুনগাছ বড় হওয়ার পর মারা যাচ্ছে। ঢাকা, রংপুর থেকে কৃষি কর্মকর্তারা এসেও কিছু করতে পারছে না। তারা খেতে যা দিতে বলেছে, তা-ই দিয়েছি। তবে খেত ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকায় আক্রান্ত হয়নি।' তিনি বলেন, 'আমার খেতের আলে যেতে মন চায় না।' বাড়ির পেছনের দিকটাতে এক বিঘার কিছু বেশি জমিতে বারি থেকে দেয়া বিটি বেগুন চাষ করেছেন। বড় খেতটাতে মড়ক লেগেছে কিছুদিন

আগে। পাশের ছোট একখণ্ড জমিতেও বেঁচে যাওয়া চারা লাগিয়েছেন। সেগুলোর বিটি বেগুনগাছের চারা সতেজ ছিল। আমরা জানতে চাইলাম, এগুলো তো ভালো হয়েছে। দাদার উত্তর, 'তুই জানিস না, এগুলো বড় হতেই থাকবে আর মরতে থাকবে।'

খটখটিয়া, রংপুর সদর, ২১ এপ্রিল ২০১৪

একই দিন সন্ধ্যার ঠিক আগে আমরা পৌঁছতে পারলাম বেগুনের নামের গ্রাম খটখটিয়ায়। রংপুরের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বেগুন খটখটিয়া বেগুনের নামেই এই গ্রামের নাম খটখটিয়া।

গ্রামের মো. আব্দুল্লাহ ও শংকর চন্দ্র রায়ের খেতে বিটি বেগুনের চাষ করা হয়েছে। শংকরদার বেগুন খেতে তখনো বেগুন ধরা পরেনি। মাকড় ও সাদা পোকার আক্রমণ হওয়ায় কীটনাশক স্প্রে করেছেন তিনি। বিটি বেগুনের রেণুর মাধ্যমে নিজ গ্রামের বিখ্যাত বেগুন খটখটিয়া দূষিত হয়ে যেতে পারে- এমন তথ্য তিনি জানেন না। একই কথা জানালেন আব্দুল্লাহ ভাই। গ্রামের বাজারে সন্ধ্যার পরে তাঁর কাপড়ের দোকানে কথা হয়। চাষবাসের জন্য আব্দুল্লাহ ভাইয়ের গ্রামে সুনাম আছে। আব্দুল্লাহ ভাই জানালেন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি আছে কি না তা তাঁকে জানানো হয়নি। কৃষি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট দেখে তাঁরা খেত করে থাকেন। সেই হিসেবে তিনি বিটি বেগুন চাষ করার সম্মতি দিয়েছেন। কৃষকের উপকার করতেই কৃষিমন্ত্রী চারা দিয়েছেন– এমন ধারণা তাঁর।

উল্লাহগাড়ি গ্রাম, পীরগঞ্জ, রংপুর, ২২ এপ্রিল ২০১৪

যুবক কৃষক লিখন মিয়া পাশের বাজারে একটি মোবাইলের দোকান পরিচালনা করেন। তাঁর মোটরসাইকেলে চড়ে ২ কিলোমিটার দূরে তাঁর গ্রাম উল্লাহগাড়ি রওনা হলাম। বাড়ির পাশের এক বিঘা জমিতে উত্তরা জাতের বিটি বেগুনগাছ বড় হয়ে ধরা পেতেছে। পুরো খেতে বেগুনগাছ ভরে গেছে। তবে একটি-দুটি গাছ ঢলে পড়ে মারা যাচ্ছে। আগের দিন ঈশ্বরদী থেকে বারি গবেষকরা সেগুলোর নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন। কয়েকটি গাছে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকায় আক্রমণ করেছে। অন্যান্য পোকা ঠেকাতে কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বাঁশপুকুরিয়া গ্রাম, পীরগঞ্জ, রংপুর, ২২ এপ্রিল ২০১৪

উল্লাহগাড়ি গ্রাম থেকে ফিরে শেষ বিকালে দক্ষিণের করতোয়া নদীর পারের গ্রাম বাঁশপুকুরিয়া পৌঁছলাম। গ্রামের কৃষক আফজাল হোসেন বিটি বেগুন চাষ করেছেন। আফজাল হোসেন আবার বারির মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলামের গ্রামের বিদ্যালয়ের সহপাঠী ছিলেন। যে খেতে বিটি বেগুন করেছেন, সেটি রফিকুল ইসলামের ছোট ভাইয়ের জমি। বিটি বেগুন পোকায় আক্রমণ করবে না, তাই বিটি বেগুন করেছেন বলে জানালেন আফজাল ভাই। ইতোমধ্যে যতগুলো খেত দেখেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে আফজাল ভাইয়ের খেতের বিটি বেগুন সবচেয়ে ভালো হয়েছে। প্রতিটি গাছে বেগুন ধরেছে। কয়েকটি গাছে প্রচুর বেগুন ধরেছে। অন্য পোকা প্রতিরোধ করতে চারা ছোট অবস্থায় কীটনাশক ও বালাইনাশক দিয়েছেন। খেত দেখা শেষে সন্ধ্যার আগে গ্রামবাসী কৃষকদের সাথে বসলাম। তাঁরা জানালেন, আফজাল ভাই এই বেগুন খেত লাগানোর পর প্রায় প্রতিদিন কৃষি কর্মকর্তারা দামি গাড়ি নিয়ে গ্রামে ঢোকেন আফজাল ভাইয়ের খেতের খোঁজখবর নেয়ার জন্য। কিন্তু এর আগে কয়েক মাসেও একবার কৃষি কর্তকর্তাদের দেখা যায়নি গ্রামে।

বড়াইদ, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, ৫ মে ২০১৪

মো. মাসুদ সরকার ক্ষুদ্র কৃষক। সবজি চাষের আয় থেকে ৫ সদস্যের পরিবারের খেয়ে-পরে চলে। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের অনুরোধে বিটি বেগুন করে এক বিঘা জমির ফসলহানি হয়েছে। সব গাছ মারা গেছে। তিনি সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের খুঁজছেন প্রতিবাদ জানাতে। এই দিন দুপুরে বারি কৃষি কর্মকর্তারা বিটি বেগুন চাষের খেতে নেমপ্লেট লাগানোর জন্য এসেছেন। মাসুদ ভাই প্রতিবাদ জানালেন। জমিতে নেমপ্লেট লাগাতে দিলেন না। ফিরে গেলেন বারির বিজ্ঞানীরা।

একই গ্রামের মো. মনসুর সরকারের খেতে বিটি বেগুনগাছ তখন ধরা পরেছে। ডগা ও ফল ছিদ্রকারীর পোকায় আক্রমণ করেছে বিটি বেগুনগাছে। স্থানীয় শিংনাথের তুলনায় কম উৎপাদন ও আকারে ছোট হওয়ায় বাজার পাবেন না বলে বারির সহযোগিতা চান তিনি। আমাদের পর্যবেক্ষণ ছিল, মনসুর সরকারের দুইটি জমিতে বিটি বেগুন করা হয়েছে। যে খেতটি সবাইকে দেখাচ্ছেন, সেটির কোনো গাছ মারা গেলে অন্য জমি থেকে মাটিসহ তুলে এনে সেখানে লাগানো হচ্ছে। গ্রামবাসী জানায়, বিটি বেগুনের ফলন ভালো হলে কৃষিমন্ত্রী তাকে অনেক বড় পুরস্কার দেবেন–কৃষি কর্মকর্তাদের এমন প্রলোভনে তিনি দুটি খেত করে একটি থেকে চারা তুলে অন্যটি ঠিক রাখছেন।

প্রোতারঝাগড়ি খানপাড়া, মেলান্দহ, জামালপুর, ১৭ মে ২০১৪

ঢলে পড়া রোগে মারা যাচ্ছে খানপাড়ার বাবুল খানের বিটি বেগুন খেত। প্রায় ৪০ শতাংশ গাছ ইতোমধ্যে মারা গেছে। ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ছিল।

টাঙ্গরতজালগড়, ইসলামপুর, জামালপুর, ১৭ মে ২০১৪

মো. রতন মিয়া স্থানীয় পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার। তিনি ঢাকা এসেছিলেন। বারিও তাঁর নামে বিটি বেগুনের চারা দিয়েছে। কিন্তু খেতের পুরো দায়িত্ব লাল মিয়ার। লাল মিয়ার সাথে কথা হয় বিটি বেগুন খেতে। তাঁরা জানান, স্থানীয় জাতের তুলনায় বিটি বেগুন চারা অবস্থায় অধিক পোকায় আক্রমণ করে। চারা অবস্থায় প্রচুর কীটনাশক ও বালাইনাশক দিয়ে বিটি বেগুন বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখামাত্র কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে দিচ্ছেন।

কুসুমআটি, নকলা, শেরপুর, ১৮ মে ২০১৪
বিটি নয়নতারা জাতের বেগুন ধরা পেতে মড়ক শুরু হয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো মাঠ শেষ হয়ে গেল মো. শাহজাহান ভাইয়ের। শাহজাহান ভাইয়ের কথা, 'এভাবে হলে কৃষক বাঁচে ক্যামনে?'

বাছুরআগলা, নকলা, শেরপুর, ১৮ মে ২০১৪
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের জমিতে কৃষক মোরশেদুল ইসলাম বিটি বেগুন চাষ করেছেন। গাছ মরা শুরু করেছে আর কৃষি কর্মকর্তারা নতুন চারা নিয়ে এসে রোপণ করে দিয়ে যাচ্ছেন। ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রমণ করেছে। মোরশেদুল ভাই জানালেন, স্থানীয় জাতগুলোর তুলনায় ৬০ ভাগ হয়েছে বিটি বেগুন।

পোড়াগাঁও, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, ১৮ মে ২০১৪
সুরুজ আলী ও মো. মস্তফা– দুই ভাইয়ের মাত্র একটুকরো জমি। সেই জমিতে বিটি বেগুন করে আড়াই মাসের শ্রম ও অর্থ সব মাটি করে গাছ মারা গেছে। সুরুজ আলী জানালেন, 'বাঁচার উপায় নাই। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই। গাছ মরা শুরু করলে কৃষি কর্মকর্তারা আসা বন্ধ করে দিয়েছে।'

কেশোরিতা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ২২ মে ২০১৪
গত ৩০ বছর ধরে বেগুন চাষ করে চলেছেন আবুল বাতেন। কিন্তু সব বেগুনগাছ মারা যায়নি কখনো। এবার তাঁর খেতের সব বিটি বেগুনগাছ মারা গেছে। বাতেন ভাইয়ের ভাষায়, 'একেকটা মরতাছে আর তারা নিজেরা এসে লাগায়, পানি দেয়, আমি কিছু করি না। আমার তো লস।'

শালবাড়িয়া, পাবনা, ২৯ মে ২০১৪
কৃষিবিদ খন্দকার শামসুল আলম পাবনা শহরে বাস করেন। কৃষি গবেষণায় তাঁর পরিচিত লোকজন চাকরি করেন। নতুন কোনো সুযোগ-সুবিধা এলেই তিনি সেটি আবাদ করেন। বিটি বেগুনও তিনি একই উদ্দেশ্যে করেছেন। শালবাড়িয়া গ্রামে একটি গরু খামারের জমি লিজ নিয়ে বিটি বেগুন করেছেন। তাঁর খেতে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ছিল।

ভারইমারি, ঈশ্বরদী, পাবনা, ২৯ মে ২০১৪
বিটি ঈশ্বরদী জাতের বেগুন লাগিয়েছেন ভারইমারি গ্রামের তরুণ কৃষক মো. তারেকুজ্জামান। বিটি বেগুন সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের মারফতে তিনি বিটি বেগুনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জেনেছেন। কিন্তু তিনি জানালেন, সরকার কেন ক্ষতিকর জেনে কৃষকের চাষবাসের জন্য দেবে?

বক্তারপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা, ২৯ মে ২০১৪
বিটি বেগুন খেতেই দেখা হলো আমজাদ হোসেনের সাথে। তিনি পেয়ারা আমজাত হিসেবে অধিক পরিচিত বড় বড় বিটি বেগুনগাছে ভরে আছে তাঁর খেত, কিন্তু ফলন নেই। একটি দুটি গাছে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রমণ করেছে। সেগুলো তিনিই দেখালেন। বিটি বেগুন কৃষিমন্ত্রীর সন্তান হিসেবে তিনি পরিচর্যা করছেন বলে জানালেন।

পশ্চিম বনগ্রাম, আতাইকুলা, পাবনা, ২৯ মে ২০১৪
বিটি বেগুন সম্পর্কে এক নতুন অভিযোগ শোনা গেল এখানে। গাছ অনেক বড় হয়ে গেছে, কিন্তু বেগুন ধরছে না পশ্চিম বনগ্রামের আমজাত হোসেনের বিটি বেগুন খেতে। ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাসহ অন্য পোকা আক্রমণ করছে। তবে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। ফলন না ধরলে কৃষকরা বিটি বেগুন কেন লাগাবে– এমন প্রশ্ন রাখলেন আমজাত হোসেন।

বনগ্রাম, আতাইকুলা, পাবনা, ২৯ মে ২০১৪
তরুণ কৃষক রহমান আলী অন্যের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে বিটি বেগুন চাষ করেছেন। কিন্তু গাছ বড় হলেও বেগুন ধরেনি। রহমান ভাই জানালেন, বেগুন খেতের পেছনে তাঁর ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। আর মৌসুম ধরতে না পারলে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার বেগুন বিক্রি করতে পারতেন, সেটাও লোকসান।

দেলোয়ার জাহান: পরিচালক, প্রান্তজনীয় যোগাযোগ গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি সাংবাদিক
ইমেইল: delowarjahanbd@gmail.com